দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

58

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ প্রাইভেট টিউশনী

প্রাইভেট টিউশনী সংক্রামক ব্যাধির মত সারাদেশে বিস্তার লাভ করছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী একে প্রায় বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করে তুলেছেন। ফলে অভিভাবক ও কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাইভেট টিউশনী আগেও ছিল। তবে এখনকার মত এত ব্যাপক ছিল না। তখন সঙ্গতিপন্ন পিতা-মাতা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করতেন। বাকী সময়ে শিক্ষার্থী স্কুলের পড়া অনুসরণ করে এবং নিজে কিছু বেশী খেটে ভাল ফল করতো। অনেক ক্ষেত্রে নোট বই ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করতো। বর্তমানে আইন করে নোট বই বন্ধ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, সঙ্গতি থাক আর না থাক ছেলে-মেয়ের একটু ভাল ফল লাভে প্রত্যাশী মা-বাবার পক্ষে প্রাইভেট টিউটর না রেখে উপায় নেই। কারণ স্বাভাবিক ছুটি ছাড়াও অস্বাভাবিক কারণে যখন-তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে পড়ে। যে সময়টুকু খোলা থাকে সেই সময়েও ঠিকমত পড়াশুনা হয় না।

এক সময় হাসপাতালের ডাক্তারদের সম্পর্কে বলা হতো, চেম্বারে গিয়ে না দেখালে হাসপাতালে সিট পাওয়া যেত না। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পূর্বশর্ত ছিল প্রাথমিক প্রাইভেট চিকিৎসা। এক শ্রেণীর শিক্ষকের মধ্যেও এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রাইভেট না পড়লে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া কষ্টকর। এই টিউশনী এখন প্রাইভেট ক্লাসে পরিণত হয়েছে।

কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ১০-১২ জনের ব্যাচ করে সকাল-সন্ধ্যা প্রাইভেট টিউশনী করেন। ফলে একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালভাবে পড়ানো সম্ভব হয় না, অন্যদিকে অভিভাবকদের প্রচণ্ড আর্থিক চাপ সহ্য করতে হয়। আর্থিক সংকট মূলতঃ প্রাইভেট টিউশনীর একটি কারণ সন্দেহ নেই। সকাল-সন্ধ্যায় জিনিসপত্রের দাম যেভাবে উঠা-নামা করছে তাতে নির্দিষ্ট আয়ে বেঁচে থাকা দুষ্কর। তাই কোন কোন শিক্ষক হয়তো প্রাইভেট টিউশনী করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর পরেও বলা যায় যে, শুধু ঐ একটি কারণেই প্রাইভেট টিউশনী প্রবণতা বাড়েনি।

সমাজ জীবনে মূল্যবোধের যে সর্বাত্মক ধস নেমেছে সেটিও প্রাইভেট টিউশনী প্রবণতার অন্যতম কারণ। সমাজ এমন এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে কেউই আরও চাওয়ার উন্মত্ততা হতে মুক্ত থাকতে পারছে না।

বলা বাহুল্য, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এর কবল হতে নিস্তার নেই। আইন করেও এই প্রবণতা রোধ করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন মহান পেশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা—শিক্ষকরা যদি এর প্রতি মূল্য দেন তা হলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে। একই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়াশুনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় অভিভাবকদের পক্ষে একাকী এই বোঝার ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

—মোঃ মোশাররফ হোসেন